প্রথম আলো

তারিখ ... 03 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ড

ছাত্রলীগকে সামলান, খুনের বিচার করুন

রাজনীতিমুক্ত কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেও রক্ত ঝরল। জঙ্গিবিরোধী লড়াইয়ে সারা দেশের উদ্বিগ্ন ক্যাম্পাস যখন জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষায় সরকারের পাশে দাঁড়াল, লাখো ছাত্রছাত্রী নতুন করে সংকল্পবদ্ধ হলো, তখন ক্ষমতাসীন দলের সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের শিকার হয়ে মাত্র ২৪ বছর বয়সী খালিদ সাইফুল্লাহর প্রাণপ্রদীপ নিভে গেল।

আওয়ামী লীগের একজন নেতা বলেছেন, 'নিজেদের মধ্যে এমন রক্তপাত ঘটলে "তৃতীয় পক্ষ" সুযোগ নেয়। কুমিল্লার ঘটনা খতিয়ে দেখা হবে।' আওয়ামী লীগের উচিত হবে নিজেদের দিকে তাকানো। আমরা দেখেছি গত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিজেদের দ্বন্দ্বে প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় দেড় শ জন। আওয়ামী লীগ এসব ঠেকাতে পারেনি। আর গত সাড়ে সাত বছরে খুনোখুনিসহ অপহরণ, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, ভর্তি-বাণিজ্য, শিক্ষক লাঞ্ছনা ইত্যাদিতে যুক্ত থাকার অপরাধে ছাত্রলীগের প্রায় চার শ নেতা-কর্মীকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হলেও আত্মশুদ্ধির লক্ষণ নেই। এই 'শৃঙ্খলামূলক' ব্যবস্থা ছাত্রলীগ নামধারী দুর্বৃত্তদের রুখতে পারেনি।

হত্যাকাণ্ড বা সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলে তা তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে পুলিশ। গুরুতর ফৌজদারি অপরাধের সন্দেহভাজন আসামিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা দল থেকে বহিষ্কার বা কোনো ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসর্বস্ব যে ধারা বাস্তবে গড়ে উঠেছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থেও তা বন্ধ করা সময়ের দাবি। তিক্ত হলেও স্বীকার করা ভালো যে ক্যাম্পাসগুলো অতীতের মতো সরকারি বেনাম বিরোধীদলীয় ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীদের হানাহানির্তে অশান্ত হয় না ঠিকই, কিন্তু তার পরিবর্তে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলই এখন বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত সাড়ে সাত বছরে ছাত্রলীগের নিজেদের কোন্দলে অন্তত ৫৫ জন এবং এর মধ্যে গত দেড় বছরেই ১৫ জন হত্যার শিকার হয়েছেন। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক হত্যাকাণ্ডের বিচার শুরু তো দূরের কথা, অভিযোগপত্র দাখিলের ঘটনাও ঘটেনি। আইনের শাসনের দোহাই, ক্যাম্পাসের সব খুনের বিচার দ্রুত নিষ্পত্তি করুন।